ceÖKvi Av‡jv

cÖKbvq wkï mÿyÿv cÖÖí, †Kv÷ Uªv÷

২০তম (জানুয়ারী) সংস্করণ, প্রকাশকাল ১/০২/২০২০, রোহিঙ্গা কিশোর-কিশোরীদের জন্য সুরক্ষিত ও প্রাণোচ্ছ্বল পরিবেশ নিশ্চিতকরণ প্রকল্প, উখিয়া ত্রাণ পরিচালনা কেন্দ্র, কক্সবাজার

মায়ানমার হতে বাস্তুচ্যুত্য হয়ে কক্সবাজারের জেলার বিভিন্ন আশ্রয় শিবিরে বসবাসকারী রোহিঙ্গা কিশোর কিশোরীদের জন্য স্থিতিশীল ও প্রাণোচ্ছ্বল পরিবেশ নিশ্চিত করতে প্রকল্পটি ক্যাম্প পর্যায়ে বাস্তাবায়িত হচ্ছে। যার মেয়াদকাল ১ সেপ্টেম্বর ২০১৮ থেকে ৩১ মার্চ ২০২০ পর্যন্ত। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আগমণের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ স্থানীয় জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নে প্রকল্প কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

mÖB mÖZvq A`g¨ wK‡kvix kvigb Gi RxebK_v

evmvq wb‡Ri †mjvB †gwk‡b Kvco †mjvB‡q e¨¯Íkvigb, Qwe- mv‡ne Avjx, †m›Uvi mycvi fvBRvi

অদম্য কিশোরী শারমিন আক্তার উর্মি (১৬) বসবাস করে বাব-মা ও ৪ ভাই বোনসহ কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলার রুহুল্লার ডেবা গ্রামে। বাবা দিনমজুরির কাজ করেন কিন্তু অসুস্থ হওয়ায় সেটাও ঠিক মত করতে পারেন না। অভাবের জন্যে অল্প বয়সে তাঁর বড় বোনের বিয়ে হয়ে যায় এবং বড় ভাই দিন মজুরীর কাজ করেন। ছোট ভাই ৪র্থ শ্রেনীতে কোনমত লেখাপড়া চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। শারমিন পড়াশোনায় মনযোগী হওয়া সত্বেও ৫ শ্রেণীতেই লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। এই অবস্থায় সেও হয়তো বাল্য বিয়ের স্বীকার হতে পারতো। কিন্তু তার অদম্য ইচ্ছা শক্তি তা হতে দেয়নি। সেই সময় এক প্রতিবেশীর মাধ্যমে সে মাল্টিপারপাস সেন্টারের কথা জানতে পারে। সেখানে নাকি বিনা খরচে সেলাই প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। সেই সাথে আরো বিভিন্ন প্রকার সচেতনতামূলক বিষয়ও জানানো হবে। সেখানে আরও আছে জীবন দক্ষতা শিক্ষা, মনোসামাজিক সেবা, কম্পিউটার পরিচালনা প্রভৃতি। বিখ্যাত দার্শনিক নরম্যান ভিনসেট পীল বলেছিলেন "যদি স্বপ্ন দেখতে পারো, তবে তা বাস্তবায়ন করতে পারবে।" শারমিন হয়তো দার্শনিকের কথাটা শোনেনি কিন্তু স্বপ্ন ঠিকই দেখেছিল। স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য সে রত্নাপালং মাল্টিপারপাস সেন্টার হতে সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। কিন্তু এখানেও অভাবের কারণে সেলাই মেশিন ক্রয় করতে পারছিলেন না। এই অবস্থায় অর্ডার সংগ্রহ করে সেন্টারের মেশিন ব্যবহার করে সে কাপড় সেলাই করতো। এভাবে কিছুদিন চলার পর তাঁর আয়ের টাকা জমিয়ে ৪০০০/- টাকায় একটি পুরাতন সেলাই মেশিন ক্রয় কওে এবং বাড়িতে বসে সেলাই করতে শুরু করে। শুরু হল শারমিনের নতুনভাবে পথ চলা। এখন সেলাই কাজ করে শারমিন মাসে পাঁচ থেকে ছয় হাজার টাকা আয় করে। নিজের প্রতি আস্থা, বিশ্বাস ও কঠোর পরিশ্রমী হলে যে জীবনে ঘুরে দাঁড়ানো যায় শারমিনই হল তাঁর বাস্তব উদাহারণ। সে আবারো তার লেখাপড়া শুরু করার স্বপ্ন দেখে।

gwnjv I wkï welqK gš¿Yvjq I BDwb‡md cÖwbwa KZ…©K gwëcvicvm †m›Uvi cwi`kb©

গত ১৪ জানুয়ারী ২০২০ তারিখ কোস্ট ট্রাস্টের নিদানিয়া মাল্টিপারপাস সেন্টার পরিদর্শন করেন বাংলাদেশের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের

cÖwbwaMY ‡m›Uv‡ii wK‡kvix‡`i mv‡_ K_v ej‡Qb| Qwe-mvBdz&i Bmjvg,

প্রতিনিধি জনাব এএমএ ওয়াহেদুজ্জামান ও মোঃ মাহমুদ (এপিসি প্রজেক্ট) এবং ইউনিসেফের প্রতিনিধি নুসরাত ও সাব সেক্টর কো-অর্ডিনেটর আইরিন টমিউজি।সেন্টার পরিদর্শন সময়ে সার্বিক বিষয়ে সহযোগিতা করেন সেন্টার সুপারভাইজার জনাব সাইফুল ইসলাম এবং ফারজানা জয়নাব বীথি প্রোগ্রাম অফিসার-টিএন্ডএমডি। সেন্টারের পরিদর্শনকালে তাঁরা বিশেষ করে সেলাই ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কক্ষ দেখেন। সেখানে উপস্থিত কিশোরীদের জিজ্ঞাস করেন, এই কাজ শিখে কী করবে? উত্তরে কিশোরীরা বলেন, দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি আত্মকর্মসংস্থানের জন্যই তার কাজটি শিখছে। এছাড়াও জীবন দক্ষতার সেশন দেখার সময় উপস্থিত কিশোরীদের জিজ্ঞাস করেন 'স্কুলে পড়া-কালীন কেন তাঁরা এখানে আসছে? স্কুল এবং এমপিসি এর মধ্যে পার্থক্য কি?' উত্তরে কিশোরীরা বলেন, জীবন দক্ষতা শিক্ষার অনেক বিষয় খুবই আকর্ষণীয়ভাবে এখানে জানা যায় যা তাদের দৈনন্দিন জীবন চলার পথে সাহায্য করে। তারা এখন জানে বিপদে পরলে কীভাবে সাহায্য চাইতে হবে। পরিদর্শনকারী দল সেন্টারটি পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

K¨v‡¤ú †iwn½v wkï‡`i gv‡S wbqwgZB Pj‡Q g‡bvmvgwRK †mev

রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে অল্প জায়গায় অনেক লোক বসবাস করছে ফলে সব সময় কোন না সমস্যা লেগেই আছে। ক্রমাগত বিভিন্ন সমস্যার ভিতরে বসবাস করার ফলে শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের মন বিক্ষিপ্ত হয়। তখন

wcGmGm KgxÐKZ…©K †iwn½v wkï‡K g‡bvmvgwRK

নিজেদের অসহায় ও অপ্রয়োজনীয় মনে করে। যা উক্ত জনগোষ্ঠীর জন্য হুমকি স্বরূপ। এই সমস্ত হতাশাগ্রস্থ ও বিক্ষিপ্ত মন মানসিকতার শিশুদের জন্য নিয়মিত সেন্টারসমূহে মনোসামাজিক সেবা প্রদান হচ্ছে। এদের মধ্যে বেশী সমস্যায় থাকা কিশোর-কিশোরীদের এককভাবে মনোসামাজিক সেবা প্রদান করা হয়। এই কার্যক্রমের আওতায় তাঁদের মনোসামাজিক অবস্থা উন্নয়নে ৩৬০টি ছবি আঁকার খাতা এবং ১৬০টি রং পেন্সিল বিতরণ করা হয়েছে।

¢KBm g¨v‡bR‡g‡›Ui mnvqZv †c‡q bi- GLb gnvLy¤x

নূর (১৬ বছর) একজন রোহিঙ্গা শরণার্থী শিশু। সে তাঁর বাবা-মার সাথে উখিয়ার মইন্যারঘোনা শরণার্থী ক্যাম্প-১২ তে বসবাস করে। যে বয়সে পৃথিবী দাপিয়ে বেড়ানোর কথা সেই বয়সে নূরের সময় কাটে এক জায়গায় বসে অন্য শিশুদের চঞ্চলতা দেখে। অন্যরা যেখন কোন দূরত্ব হেঁটে পার হয় সে তা পারি দেয় হামাগুড়ি দিয়ে। কারণ সে একজন শারিরীক প্রতিবন্ধী। হাটুর নীচ থেকে তাঁর দুই পা অচল। কোস্ট ট্রাস্টের কেইস ম্যানেজন্টের একজন সোশ্যাল ওয়ার্কার তাকে ক্যাম্পে খুঁজে পান এই অবস্থায়। তিনি তাঁর অভিভাবকের সাথে কথা বলেন। তাঁরা বলেন 'নূর খুব প্রাণবন্ত একটি কিশোর, সে অন্যদের সাথে মিশতে ও খেলতে ভালবাসে, কিন্তু তার পায়ের কারণে সেটা সম্ভব হচ্ছে না।' ক্যাম্পের অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে মাটির উপর দিয়ে প্রায়ই তাঁকে হামাগুড়ি দিয়ে চলাচল করতে হয়। একারণে সে মাঝে মাঝে অসুস্থ হয়ে পরে। তখন তাকে দূরের মেডিকেল ক্যাম্পে কোলে করে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যেতে হয়। তার এই কষ্ট দেখে কেইস ম্যানেজমেন্টের কর্মী তাঁকে কেইসের আওতায় নিয়ে আসে এবং একটি হুইল চেয়ারের ব্যবস্থা করে। যা নূরের জীবন অনেকটাই বদলে দিয়েছে। এখন সে হুইল চেয়ারে বসে তার বন্ধুদের সাথে খেলতে পারে। যদিও ক্যাম্পে হুইল চেয়ার চলাচলের প্রশস্ত রাস্তা নেই। তারপরও নূর এটি পেয়ে মহাখুশি। সে স্বপ্ন দেখে জীবনে কোন একটি কাজ শিখে স্বাবলম্বী হবে।

ûBj †Pqvi MÖY Ki‡Q bỳ| Qwe- ‡mv‡nj eoqv, †mvm¨vj IqvK©vi

BDwb‡md I AvBGmwmwR-Gi cÖwbwa KZK .gwëcvicvm †m›Uvi cwi`k©b

গত ১৫/০১/২০২০ তারিখ হাকিমপাড়া ক্যাম্প-১৪ এর মাল্টিপারপাস সেন্টার পরিদর্শন করেন ইউনিসেফের প্রতিনিধি জনাব আব্দুর রহমান, লাইভলিহুড বিশেষজ্ঞ এবং আইএসসিজি এর এলিজা কেপলার, পিএসসি কো-অর্ডিনেটর ও মেরি তুলেন্দে, জেন্ডার হাব। পরিদর্শনকালে তাঁরা পিএসসি এর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলেন এবং সেন্টারের স্টাফ ও কিশোরদের এই বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে কিনা তা জানতে চান। তাছাড়া তাঁরা সেন্টারের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কক্ষ ঘুরে দেখেন এবং কিশোরদের সাথে কথা বলেন। স্যানিটারি প্যাড তৈরীর প্রশিক্ষন কক্ষ দেখে তাঁরা বেশ খুশি হন এবং এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন। তাঁরা পিএসএস ইস্যুতে কিশোর-কিশোরীদের প্রশিক্ষণ দেয়ার বিষয়ে জোর দেন।

AwZ_xMY AvDUixP Kg©KZ©.Rxeb `ÿZvi †mkb cwiPvjbv †`L‡Qb| Qwe-DBwjqvg, †m›Uvi mycvifvBRvi

‡iwn½v wkï‡`i gv‡S kxZe¯¿ cï¨v‡KURvZ ¸ov`ya weZiY

শিশু সুরক্ষা প্রকল্পের মাধ্যমে কোস্ট ট্রাস্ট ৭টি ক্যাম্পে তাদের বিভিন্ন উন্নয়ন এবং সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে চলেছে। ক্যাম্পগুলো হল- ৮ই বালুখালী, ১১ ও ১২ মইন্যারঘোনা, ১৪ হাকিমপাড়া, ২০ (সম্প্রসারণ) বালুখালী, ২১ (ওমানিয়া) চাকমাকুল, ২২ উনচিপ্রাং। বর্তমানে ক্যাম্পগুলোতে প্রচন্ড ঠান্ডার জন্য কিশোর-কিশোরীদের স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে। সেই সাথে রয়েছে তাদের অপুষ্টি জনিত সমস্যা। এই সকল শিশুদের মধ্যে যারা সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে তাদের নির্বাচন করে শীতকালীন ঠান্ডা হতে সুরক্ষা এবং পুষ্টির চাহিদা পূরণের জন্য কেইস ম্যানেজমেন্ট সেবার আওতায় মোট ৯৯ জনকে শীতবস্ত্র এবং প্যাকেটজাত গুড়াদুধ বিতরণ করা হয়। এদের মধ্যে ৪২জন কিশোর এবং ৫৭জন কিশোরী। এই উপকরণগুলো একটু হলেও তাদের কষ্ট লাঘব করতে সহায়ক হবে।

kxZe¯¿ ¸ov`ya †c‡q Avbw›`Z †iwn½v wkï| Qwe-DB‡jqvg ,†m›Uvi mycvifvBRvi

emZwfUvq mewR Pv‡l DrmvwnZ Ki‡Z wK‡kvi-wK‡kvix‡`i gv‡S exR weZiY

কিশোর-কিশোরীদের বর্তমান বয়স হল বৃদ্ধির বয়স। তাই এই সময় তাদের প্রচুর পরিমাণে খাবারের চাহিদা থাকে। সেই সাথে পুষ্টির বিষয়টিও নিশ্চিত করতে হয়। রোহিঙ্গা ক্যাম্পে বসবাসকারী কিশোর-কিশোরীদের পুষ্টির যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। ক্যাম্পে বসবাস এবং দারিদ্রতা পুষ্টি হীনতার অন্যতম কারণ। অন্যদিকে আমরা যদি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কিশোর-কিশোরীর দিকে তাকাই সেখানেও পুষ্টি হীনতা লক্ষ্যনীয়। এর কারণ সঠিক খাদ্যাভাসের অভাব, দারিদ্রতা ও জায়গা/সম্পদের সঠিক ব্যবহার না করা। তাঁদের এই অপুষ্টি জনিত সমস্যা সমাধানের উপায় হিসেবে বাড়ির আশেপাশে বা আঙ্গিনায় সবজি চাষে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন প্রকার সবজির বীজ বিতরণ করা হয়। যেমন- মূলা, লাউ, ঢেড়ঁস, মিষ্টি কুমড়া, চাল কুমড়া, বরবটি, শশা ও করলা। স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং ৭টি ক্যাম্পে মোট ৪৪০০ প্যাকেট বীজ বিতরণ করা হয়েছে। আশাকরী এখান থেকে উৎপাদিত সবজি তাদের পুষ্টির চাহিদা পূরণে

ewoi Avw½bvq mewR exR ec‡b e¨¯Í `y

অতিরিক্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন মোঃ তাজুল ইসলাম, প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইআরপিইআরএ প্রকল্প, মোবাইল: ০১৭৬২-৬২৪৮১৫, ই-মেইল: tajulislam.coast@gmail.com